সূচিপত্র

1. লেখকের কলাম……………………
2. ভূমিকা………………………….
3. মাহে রমাদান সিয়াম ও তাকওয়ার মাস…………………..
4. হাদীসের আলোকে রমাদান ও গুরুত্ব……
5. রমাদান মাস কুরআনের মাস……………
6. মহিমান্বিত রজনী………….
7. মাহে রমাদানের পর সাওম ও শিক্ষা…………………..

লেখকের কলাম

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য–অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি “কুরআন হাদীসের আলোকে রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত” এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যেও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

Rini Akter

akterrini111@gmail.com

ভুমিকা

প্রচণ্ড উত্তাপের পর অবশেষে যখন এক পশলা বৃষ্টি এসে নামে—সেটা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচার মতো। উত্তপ্ত আবহাওয়ার শাসনে রুক্ষ মাটিতে যখন বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো এসে পড়ে, এক অদ্ভুত সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগে। এক হৃদয় শীতল করা বাতাস এসময় বয়ে যায়। প্রতিবার বৃষ্টি শেষে নিয়ম করে একবার বাইরে। বের হই শুধু এই বাতাসটা গায়ে মাখার জন্য। মাঝে মাঝে রিকশা নিয়ে এমনিতেই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই, যাতে এই বাতাসটা আরও বেশি করে গায়ে লাগে। এসময়টাতে মন মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়, সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করে, দুব ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, সবাইকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে।

তবে এটা এমন এক বাতাস যার স্থায়িত্ব হয় খুব অল্প সময়ের জন্য এবং খুব অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দাই কেবল এই বাতাসে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রতিবছর আমাদের সামনে রামাদান এসে হাজির হয়। সারা মুসলিম বিশ্বে এক উৎসব উৎসব রব শুরু হয়। সেহরি, ইফতার, তারাবীহ, শবে কদর, ঈদের খুশি—এই সবকিছুর ভিড়ে রামাদানটা কেমন জানি নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানে ঘুরপাক খেতে থাকে। চোখের পলকেই সেই রামাদান আবার চলেও যায়। কিন্তু কয়জন রামাদান নামের সেই শীতল বাতাসে নিজেদের প্রশান্ত করতে পারে? কয়জন আছে যারা নিজেদের গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে পারে? নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করে, এক বিশুদ্ধ

অন্তর নিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে অনন্ত সুখের জান্নাতে নিজের নামটা লিখিয়ে নিতে পারে কয়জন!

সূত্র:সাজিদ ইসলাম।(ধূলিমলিন উপহার রমাদান বই)

মাহে রমাদান সিয়াম ও তাকওয়ার মাস

সিয়ামের মাস রমযান প্রতি বছরই ফিরে আসে আমাদের মাঝে। ফিরে আসে আমাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে, গোনাহ মাফের সুসংবাদ নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে রমযান মাসের সিয়াম পালন করে, ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায়, তার আগের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮

আরেকটি হাদীস—

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে রমযান মাসে (রাতের বেলা নফল) নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায়, তার আগের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭

রমযান মাস সিয়ামের মাস, কিয়াম অর্থাৎ নফল নামাযের মাস। আমরা এ মাসের দিনের বেলায় সিয়াম পালন করি, আর রাতে আদায় করি তারাবীর নামায। আওয়াবীন আর তাহাজ্জুদেও নিয়মিত হন অনেকেই। এ প্রতিটি আমলের সঙ্গেই জুড়ে দেয়া হয়েছে মাগফিরাতের ওয়াদা, গোনাহ থেকে মুক্তির ওয়াদা। পরকালে বিশ্বাসী একজন ঈমানদারের জন্যে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে!

রমযান মাসের পুরোটাই আমাদের জন্য সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে। ধনী-গরীব, কালো-সাদা আর আরব-আজমের কোনো ফারাক নেই এখানে। তবে যারা সাময়িক কোনো সংকটে পতিত, যেমন কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির, তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে পরবর্তীতে সমসংখ্যক রোযা রাখার। আর যাদের সংকট স্থায়ী, সুস্থ-সবল হওয়ার সম্ভাবনা যাদের নেই বললেই চলে, তারা রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া আদায় করবেন। এগুলো তো সংকটের কথা। যাদের কোনো সংকট নেই, তাদের সকলের ওপরই আরোপিত হবে সিয়ামের আবশ্যকতা। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কেউ থাকুক, রমযান মাস এলেই সিয়াম ফরয হয়ে যাবে সকলের ওপর।

সিয়াম ফরয করা হল কেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তর। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মোতাবেক, আমরা যেন তাকওয়া হাসিল করতে পারি, সেজন্যই ফরয করা হয়েছে এ সিয়াম। আল্লাহ তাআলার বাণী—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে মুমিনেরা! তোমাদের ওপর সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। — সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

তাকওয়া যার মধ্যে থাকে, সে-ই মুত্তাকী। আমরা সাধারণভাবে মুত্তাকী বলতে বড় আলেম বুযুর্গ পীর-মুরশিদদের বুঝে থাকি। কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন— তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তাকওয়া হাসিল করে মুত্তাকী হওয়া সকল মুমিনেরই কর্তব্য।

শরীয়তের বিধিবিধান আদেশনিষেধ মেনে চলার নামই তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথাসম্ভব পালন করতে হবে। যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে তাকওয়ার সাধারণ স্তর। তাকওয়ার আরেকটি স্তর হচ্ছে— গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কিছু মুবাহ ও বৈধ কাজ থেকেও বিরত থাকা। এটা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। তাকওয়ার এ সাধারণ কিংবা বিশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য খ্যাতিমান আলেম-বুযুর্গ হওয়া জরুরি নয়। এ দুয়ার বরং সর্বশ্রেণির মুসলমানের জন্যই উন্মুক্ত। সমাজে এমন কিছু মানুষও থাকে, যারা খোলা চোখে খুবই সাধারণ শ্রেণির মানুষ। তাদের না থাকে অর্থবিত্ত, না থাকে বংশীয় প্রভাবপ্রতিপত্তি, হয়তো তেমন কোনো শিক্ষাদীক্ষাও নেই। দিনে এনে দিনে খায় অবস্থা। কিন্তু শরীয়তের বিধান পালনে তারা বদ্ধপরিকর। দিনভর কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পন্থায় যতটুকু

উপার্জন করতে পারে, ততটুকুতেই তারা তুষ্ট থাকে। কারও হক নষ্ট করে না। আল্লাহ তাআলার বিধান পালনে কোনোরূপ শিথিলতা করে না। এমন মানুষ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

চুল এলোমেলো, মানুষের দরজায় অবাঞ্ছিত— এমন কত মানুষ আছে, যারা আল্লাহর নামে কোনো কসম করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করে দেন। — সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬২২

সমাজের চোখে তারা হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু তাকওয়ার গুণ হাসিল করে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। এজন্যই তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো দুআ করেন কিংবা আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে ফেলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের কথার মান রক্ষা করেন। যে বিষয়ে তারা কসম করেছেন, তা বাস্তবায়িত করে দেন। দুনিয়াতেই যার কথার মান আল্লাহ তাআলা রক্ষা করছেন; তার কসম যেন ভঙ্গ না হয় সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। ভাবা যায়, পরকালে আল্লাহ তাআলা তাকে কতটা মর্যাদায় আসীন করবেন!

এ তাকওয়া হাসিলের অন্যতম মাধ্যম রমযানের সিয়ামসাধনা। সরাসরি কুরআনের ঘোষণা। তাফসীরকারকগণ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন— কীভাবে রমযানের সিয়ামসাধনার মধ্য দিয়ে আমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারি। যেমন, সিয়াম আমাদের মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখে। হাতের কাছে খাবার থাকার পরও ক্ষুধার্ত কোনো রোজাদার খাবারের দিকে হাত বাড়ায় না। সে যদি একান্তই গোপন কোনো স্থানে অবস্থান করে, যেখানে

কোনো মানুষ তাকে দেখবে না, তবুও সিয়ামের কথা মনে থাকাবস্থায় সে কিছুই খায় না। এর একমাত্র কারণ— তার মন-মস্তিষ্কে এ চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে আছে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারে না কেউ। এভাবে কেউ যখন সিয়ামের দিনগুলো কাটাতে থাকে, তখন তার একটি প্রশিক্ষণ হতে থাকে— কী করে আল্লাহ তাআলাকে না দেখেও ভয় করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখেন, সর্বাবস্থায় দেখেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে আমরা কখনোই লুকাতে পারি না— এ বিশ্বাস যার মনমস্তিষ্কে যতটা জাগরুক থাকে, গোনাহের কাজ থেকে তিনি ততটাই বেঁচে থাকতে পারেন। তাই আল্লাহ তাআলা দেখছেন— এ বিশ্বাসে কেউ যখন গোপনে পানাহার থেকে বিরত থাকছে, পরবর্তীতে যখন তার সামনে আরেকটি গোনাহের কাজ আসে, তখনো সে বিশ্বাসই তাকে এ গোনাহ থেকেও

বাধা দিয়ে রাখে। আর রমযান মাসজুড়ে কেউ যখন এভাবে সবরকমের গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পরবর্তী সময়গুলোতেও তার জন্য তাকওয়ার এ পথ ধরে চলা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

আইনের কথা হল, কেউ যদি সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়তে পানাহার ও স্ত্রীমিলন থেকে বিরত থাকে, এতটুকুতেই তার সিয়াম আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়েছেন কঠোর এক সতর্কবাণী—

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

(সিয়ামরত অবস্থায়) যে মিথ্যা কথা আর অন্যায় কাজ ছাড়তে পারল না, তার পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩

অর্থাৎ সিয়ামের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হলে অন্যায় কাজ ছাড়তে হবে, অন্যায় কথা ছাড়তে হবে, পাপে জড়ানো যাবে না। তবেই হবে যথার্থ সিয়ামসাধনা। অন্যথায় এ সিয়াম পালনে ফরয দায়িত্বটুকু হয়তো পালিত হবে, কিন্তু এতে সিয়ামের প্রাণ বলে কিছু থাকবে না।

না দেখেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা যে কেবলই হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারব, তা নয়; বরং এ প্রশিক্ষণ আমাদের যতটা পাকাপোক্ত হবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতগুলোও ততটা প্রাণবন্ত হবে। 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইহসান'—এর পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে—

الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

'ইহসান' হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি যদি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তো তোমাকে দেখছেনই। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭৭

রমযান মাসের এ সিয়ামসাধনা আমাদেরকে এ 'ইহসান'এর দিকেই এগিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই, এর মধ্য দিয়ে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে। আমরা উন্নীত হতে পারব তাকওয়ার এক স্তর থেকে আরও উচ্চতর স্তরে।

এর পাশাপাশি সিয়াম আমাদেরকে মানবীয় চাহিদাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। হাতের কাছে খাবার পেয়েও কীভাবে না খেয়ে থাকা যায়, যৌনচাহিদা পূর্ণ করার মতো বৈধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তা থেকে বিরত থাকা যায়, প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়েও কী করে পানি খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়— এগুলো সিয়ামের প্রত্যক্ষ শিক্ষা। এসবই আমাদের মানবীয় চাহিদা। আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে মনের চাহিদাকে যখন কেউ বুঝেশুনে দমিয়ে রাখবে, শত কষ্ট সয়েও আল্লাহর বিধানকেই সমুন্নত রাখবে, এটা পরবর্তীতে তাকে সবরকম হারাম থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হবে। খাবার যেমন একটি মানবীয় চাহিদা, সম্পদের প্রতিও রয়েছে আমাদের মানবীয় আকর্ষণ। এ আকর্ষণ সৃষ্টিগত। সম্পদ উপার্জনের জন্যে নানা সময় নানা পথ খুলে যায় আমাদের সামনে। কোনোটা হালাল, কোনোটা হারাম। সিয়ামসাধনার মাধ্যমে মুমিন বান্দা যখন মানবীয় চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে খাবার থেকে দূরে থাকে, অবচেতনভাবেই তখন তার মনে হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার একটি যোগ্যতাও সৃষ্টি হতে থাকে। হারাম বিনোদন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার শক্তি তার মনে সৃষ্টি হতে থাকে। সবরকম অবৈধ চাহিদাকে পদদলিত করার সাহস তার অর্জিত হয়। আর এভাবেই বছরজুড়ে সে বেঁচে থাকতে পারে হাজার রকমের অন্যায় ও পাপ থেকে।

সিয়ামসাধনার আরেক শিক্ষা— নেককাজে হিম্মত করে এগিয়ে যাওয়া। সিয়ামরত অবস্থায় আমরা যে দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে দূরে থাকি, স্বাভাবিক অবস্থায় এর অর্ধেক সময় অনাহারে কাটালেও আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। অথচ সিয়াম পালনকালে কখনো কখনো একটু-আধটু ক্ষুধা হয়তো আমরা অনুভব করি। কিন্তু ক্ষুধার তীব্রতায় ছটফট করার মতো পরিস্থিতি কখনোই দেখা যায় না। সিয়াম ব্যতীত আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পারি— সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দেব? পানাহারের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা

সত্ত্বেও অনাহারে কাটাব? পারি না। দুই বেলা খাবারের মধ্যকার বিরতি একটু দীর্ঘায়িত হলেই আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। অথচ সিয়ামের নিয়তে অনায়াসেই কাটিয়ে দিচ্ছি সারাদিন। এ থেকে আমরা এ শিক্ষাও পাই— আল্লাহর বিধান পালনে আমরা যখন হিম্মত করে এগিয়ে যাব, সাধ্যের সবটুকু আমরা বিলিয়ে দেব, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তখন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ সাহায্য কেবলই সিয়ামসাধনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, দ্বীন ও শরীয়তের প্রতিটি বিধানেই তা পাওয়া যাবে। সে সাহায্য কীভাবে আসবে, কিছুটা হয়তো আমরা অনুমান করতে পারব, কিন্তু এর বড় অংশই আমাদের কল্পনা ও বিবেচনার বাইরেই থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন মেনে চল), তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা (দ্বীনের ওপর) অবিচল রাখবেন। —সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৭

সিয়ামের মাস রমযানে আমরা যদি এ শিক্ষাগুলো হাসিল করতে পারি, তাকওয়াকে যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধারণ করতে পারি, তবে সন্দেহ নেই, এতে আলোকিত হবে আমাদের দুনিয়ার জীবন, সমৃদ্ধ হবে আমাদের পরকাল। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা—

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا،وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্যে (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তাকে এমনভাবে রিযিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। —সূরা তালাক (৬৫) : ২-৩

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا.

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেবেন। —সূরা তালাক (৬৫) : ৫

এর পরে একজন মুমিনের আর কী চাই!

https://www.alkawsar.com/bn/article/3199/

হাদীসের আলোকে রমাদান ও গুরুত্ব

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خميس شَهَادَةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُولُ اللهِ وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَج وَصَوْمِ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর রাখা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমজানের রোজা রাখা ।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ০৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬]

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ أَخْرَجَهِ أَحْمَدُ

২. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাস শুরু হলে এই দোয়াটি পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান নসিব করুন।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩৪৬ ও আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৩৯৩৯]

٣.عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَضَرَنَا رَمَضَانُ : أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ، يَغْشَاكُم اللهُ فيهِ، فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ، ويحط يَوْمًا - الخطايا، وَيَسْتَجِيبُ فيهِ الدُّعَاءَ، يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إلى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَه، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الشقي من حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرَجَه الطَّبَرَانِي فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ

৩. হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রমজান মাসের নিকটবর্তী সময়ে একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, রমজান মাস এসে গেছে। এ মাস অতি বরকতের মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টি দেন, রহমত অবতীর্ণ করেন, গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দেখেন এবং তোমাদের নিয়ে ফিরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে তোমাদের নেক কাজ দেখাও। বড় হতভাগা ওই ব্যক্তি, যে এই মাসেও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

٤. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَه فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِه تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيْمَا سوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الجَنَّةُ، وَشَهرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أن يُنقض مِنْ أَجْرِه شَيْءِ. قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ كُلْنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُعْطِي الله هذا الكوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلى مَدْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُه عِتق مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَه مِنَ النَّارِ».

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৪. হজরত সালমান ফারসি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানের শেষ দিন আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ‘হে লোকসকল, তোমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে মর্যাদাসম্পন্ন একটি মাস, অত্যন্ত বরকতময় একটি মাস। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার রজনী হতেও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা এ রমজান মাসের দিবসে রোজা রাখা ফরজ করেছেন এবং রাতে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়া নফল (অর্থাৎ ফরজ স্তরের আবশ্যকীয় নয়) করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো কল্যাণ-কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হবে, তাহলে সে সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে কোনো ফরজ আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো ফরজ ইবাদত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওই ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, যে রমজান ছাড়া অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করেছে। এ মাস সবরের মাস, আর সবরের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত । এ মাস সহমর্মিতার মাস। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায়) রমজান মাসে মুমিনদের প্রতি দান ও অনুগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ আমল

তার জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের কারণ হবে। শুধু তাই নয়, বরং কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে উক্ত রোজাদার রোজা রেখে যে সাওয়াব লাভ করেছে, ইফতারের ব্যবস্থাকারীও সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।' বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) আমরা বললাম, 'আমাদের সবার তো এ সামর্থ্য নেই যে, কোনো রোজাদারকে ইফতার করাব।' তখন নবীজি বললেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ পান করাবে কিংবা একটি খেজুর; তাও সামর্থ্য না হলে সামান্য পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকেও এই সাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট পুরে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউজ থেকে (অর্থাৎ হাউজে কাওসারথেকে) পানি পান করাবেন। এর ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। এ মাসের প্রথম অংশে আছে রহমত, মধ্যের অংশে মাগফিরাত এবং শেষ অংশে জাগনান হতে নিষ্কৃতি লাভ। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধীনস্তদের কর্মভার লাঘব করবে, আল্লাহ পাক তাকে মাগফিরাত ও ক্ষমার পুরস্কারে ভূষিত করবেন এবং তাকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দান করবেন। [শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৩৩৬]

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هذا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرم الخير كله، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومُ أَخْرَجَهُ ابْن ماخهْ

৫. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রমজান মাস এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় এই মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রজনী আছে যা (ইবাদতের মর্যাদা ও সাওয়াবের দিক থেকে) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম । যে ব্যক্তি এ রজনীর বরকত থেকে বঞ্চিত হলো, সে পুরো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। আর এ

রজনীর বরকত থেকে কেবল অভাগা ব্যক্তিই বঞ্চিত হতে পারে। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৪৪]

٦.عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬.হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজানে যখন জিবরাইল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন (যেন) তার বদান্যতা আরও বৃদ্ধি পেত। আর জিবরাইল রমজানে প্রতিরাতেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা পরস্পর কুরআনের দাওর করতেন (একে অপরকে শোনাতেন)।নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবাহিত বাতাস থেকে অধিক বদান্য ছিলেন।[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৩০৮]

٧. أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجن وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخير أقبل، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرُ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النار، وذلك كل لَيْلَةٍ أَخْرَجَهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ٩.

৭.হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজান মাসের প্রথম রজনীতে শয়তান ও অবাধ্য জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং (রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত) কোনো দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং (রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত) কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না। (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) একজন ঘোষক ঘোষণা করে, ‘হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, অগ্রসর হও। হে

অকল্যাণ কামনাকারী, নিবৃত্ত হও।' আল্লাহ পাক রমজানে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং প্রতি রজনীতেই এরূপ করা হয়।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৬৮২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৪২]

৮. أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّوْمُ جُنَّةً مَا لَمْ يَخْرُقْهَا، أَخْرَجَهِ النِّسَانِي

৮. হজরত আবু ওবায়দা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোজা (শয়তানের অনিষ্টতা ও আজাব-গজব থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের) ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না সে (মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গুনাহর মাধ্যমে) তা ভেঙে ফেলে । [সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ২২৩৩]

৯.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে, শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় কদরের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৬০]

١٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমজানের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবি ইত্যাদি পড়বে), তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭৫৯]

١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاءُ الجَسَدِ الصَّوْمُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

১১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর জাকাত আছে আর শরীরের জাকাত হচ্ছে রোজা [সুনানে ইবনে মাজা,হাদিস –১৭৪৫

١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خمس خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ، خَلُوْفٌ فَمِ الصائم أطيبُ عِنْدَ اللهِ مِن ريح المِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ هُمُ المَلائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا،وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهِ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ ونة والأذى وَيَصِيرُوْا إِلَيْكَ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا إِلى مَا كَانُوا صُوْنَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قال: لا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفِّى أَجْرَه إِذا قَطَى عَمَلَه أَخْرَجَهِ أَحْمَدُ.

১২. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা পূর্বের কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। (আর তা হলো) রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চাইতেও প্রিয়। রোজাদারের জন্য ফিরেশতাগণ ইফতারের সময় পর্যন্ত

মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (রমজান মাসের) প্রতিদিন আল্লাহ পাক রোজাদারের জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা (জান্নাতকে সম্বোধন করে) বলেন, 'অতিসত্বর আমার নেক বান্দারা নিজেদের পার্থিব জীবনের কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে আসবে।' এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে, অন্যান্য মাসে তারা যেসব মন্দ কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত, এ মাসে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রমজানের সর্বশেষ রাতে রোজাদারদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, সে রাত কি শবে কদর?' রাসুল উত্তরে বললেন, 'না, বরং নিয়ম হলো মজদুরকে কাজের শেষে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়' ।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭৯১৭]

١٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِل، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ المظلوم». أَخْرَجَهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة.

১৩. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না— নীতিবান শাসক, রোজাদার (ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত) ও নিপীড়িতের দোয়া । [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫৯৮ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৫২]

١٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّه لي، وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَهِ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ الحَنَانِ: فَرْحَةٌ عِند فطره، وقاعه عِندَ القَاءِ رَبِّهِ، وَخَلُوفٌ نِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

১৪. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রত্যেক আমলের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ পাক বলেন, একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা তা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দিয়ে থাকি। রোজাদার আমার জন্যই প্রবৃত্তি-চাহিদা ও পানাহার থেকে বিরত থাকে। রোজাদারের দুটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়, অপরটি তার রবের সাক্ষাৎলাভের সময়। রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের খুশবুর চেয়েও প্রিয়।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫১]

١٥. أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه إِلَّا الصَّيَامَ؛ فَإِنَّه لي، وَأَنَا أَجْزي به، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ سابه أَحَدٌ أَوْ قَائله فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَالِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ قم الصَّائِمِ أَطيبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذا أَفْطَرَ فَرحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبِّهِ فَرِحَ بِصَوْمِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, 'বনি আদমের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোজা শুধু আমার জন্য আর আমি নিজে তার বিনিময় দান করি। আর রোজা (শয়তানের অনিষ্টতা ও আজাব-গজব থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের) ঢালস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কেউ যেদিন রোজা রাখবে, সে যেন সেদিন কোনো অন্যায়-অশ্লীল আচরণ-উচ্চারণ না করে, আর ঝগড়া-বিবাদ (হইচই-শোরগোল)-ও না করে। কেউ তাকে গালমন্দ করলে বা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে দেয়, আমি তো রোজাদার। ওই সত্তার কসম যার (কুদরতি) হাতে (আমি) মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয় রোজাদারের মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মেশকের খুশবুর চেয়েও প্রিয় হবে। আর রোজাদারের জন্য আছে দুটি আনন্দ, যা দ্বারা সে আনন্দিত হয়। যখন সে

ইফতার করে তখন সে ইফতার দ্বারা আনন্দ লাভ করে, আর যখন সে আপন প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন সে তার রোজা দ্বারা আনন্দ লাভ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫১]

١٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَي رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ، أَخْرَجَهِ أَحْمَدُ

১৬. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আমার রব, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তি-চাহিদা থেকে বিরত রেখেছিলাম। তাই (আজ) তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তাই (আজ) তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৬৬২৬]

١٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ . آخِرُهُمْ أُغلق، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭. হজরত সাহল বিন সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে ‘রাইয়ান' নামে একটি দরজা আছে; কিয়ামতের দিন রোজাদারগণ তা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাদের সঙ্গে (সে দরজা দিয়ে) প্রবেশ করতে পারবে না। (সে দরজা হতে) আহ্বান করা হবে: রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ তা দিয়ে প্রবেশ করবে। সর্বশেষ রোজাদার প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ফলে আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৮৯৬ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫২]

١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَقَدَّمَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كانَ يَصُوْمُ صَوْمَهِ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ রমজান মাসের দু-একদিন পূর্ব থেকে রোজা শুরু করবে না। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ সময় রোজা রেখে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এ দিন রোজা রাখতে পারবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯১৪ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮২]

١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ عَنِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَهِمُتَّفَق عَلَيْهِ. ״

১৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে, চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। আর (উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায়) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিনের) নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮১]

٢٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানে কৃত উমরা হজের সমতুল্য বা আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য। [সহীহ হাদীস নং]

٢١. عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ أَخْرَجَه التِّرْمِذِي.

২১. হজরত আমির বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শীতকালের রোজা হচ্ছে শীতল গনিমত । [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭৯৭]

٢٢. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْضُرُوا الْمِنْبَرَه، فَحَطَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقى دَرَجَةً قَالَ: «آمين»، فَلَمَّا ارتقى الدرجة الثانية قَالَ: «آمين»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثالثة قَالَ: «آمين». فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُه قَالَ: «إِنَّ جبريل عرض في، فَقَالَ: بُعْدًا لَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَه. قُلْتُ: آمين. فَلَمَّا رَقِيتُ الْقَانِيَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ ذكرْتَ عِنده فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمين، فَلَمَّا رقيتُ الخَالِقَة قَالَ: بُعْدًا لَّمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَر عِندَه أَوْ أَحَدُهُما فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجنة قلتُ: آمين. أخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنِ

২২. হজরত কা'ব বিন উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, (একবার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এসে বসো। আমরা মিম্বরের কাছে এসে বসলাম। নবীজি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় বললেন, 'আমিন'। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন, 'আমিন'। যখন তিনি (খুতবা শেষ করে) মিম্বর থেকে নামলেন, আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনাকে মিম্বরে ওঠার সময় এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে বলতে শুনিনি। (উত্তরে) তিনি বললেন, এইমাত্র জিবরাইল আমার কাছে এসেছিলেন। (আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম) তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যে (ক্ষমা অর্জনের মাস) মাহে রমজান পেয়েও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় না। আমি বললাম, 'আমিন' । যখন আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত

হওয়া সত্ত্বেও সে আপনার নামে দুরুদ পড়ে না। আমি বললাম, 'আমিন'। আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি, তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যে আপন পিতা-মাতা উভয়কে বা কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পায়, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে না। আমি বললাম, "আমিন" ।

[মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৭২৫৬]

٢٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه إلا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ أَخْرَجَهِ ابْنُ مَاجَة.

২৩. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক রোজাদার ব্যক্তি এমন আছে, (গিবত-শেকায়েত ও বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে) যাদের রোজার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। অনেক রাত্রিজাগরণকারী এমন আছে, (কোনো গুনাহ কিংবা রিয়ার কারণে) যাদের রাত্রিজাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন হয় না।

[সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৯০]

٢٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ

صِيَامُ الدَّهْرِ». أخرجه التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَبُو دَاود.

২৪. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শরিয়তপ্রদত্ত কোনো ছাড় ব্যতীত রমজানের একটি রোজাও ভঙ্গ করবে, সে রমজানের বাইরে সারাবছর রোজা রাখলেও তার বদলা হবে না।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২৩, সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৭২ ও সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৯৬]

٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزَّوْرِ وَالْعَمَل به فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعْ طَعَامَه وَشَرَابَه أَخْرَجَه البُخَارِي.

২৫. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (রোজা অবস্থায়) মিথ্যাচার ও অন্যায় কর্ম পরিহার করল না, তার পানাহার ত্যাগ করার প্রতি আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই । [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৩]

٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهِ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৬. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ রমজান মাসের দু-একদিন পূর্ব থেকে রোজা শুরু করবে না। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই এ সময় রোজা রেখে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে এ দিন রোজা রাখতে পারবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯১৪ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮২]

٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ عَني عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَه مُتَّفق عليهِ

২৭. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে, চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। আর (উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায়) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিনের) নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করবে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৯, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৮১]

٢٨. عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ اللي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَالَا أُحْصِي أَوْ أَعْدُ. أَخْرَجَهِ الْبُخَارِيُّ.

২৮. হজরত আমির বিন রাবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রোজা অবস্থায় অসংখ্যবার মেসওয়াক করতে দেখেছি। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং 1210]

٢٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَبِي وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكل أو شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَه فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ

وَسَقَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৯. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভুলে পানাহার করে ফেলে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৩৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৫৫]

٣٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اشتكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِل وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

أَخْرَجَه التِّرْمِذِي

৩০. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করল, আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। আমি কি রোজা রেখে চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারব? রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (পারবে)। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২৬]

٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ ذرَعَه القيء، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَمَنِ اسْتَقَاء عَمَدًا فَلْيَقْضِ».

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির বমি হলে তার রোজা কাজা করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোজা ভাঙবে না)। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করবে, সে যেন আপন রোজা কাজা করে নেয়। (অর্থাৎ তার রোজা ভেঙে গেছে)।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭২০ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৬৭৬]

٣٢.عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحْرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাহরি গ্রহণ করো। কেননা, সাহরিতে বরকত রয়েছে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯২৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৫]

٣٣. عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أكلة السَّحَرِ»

أَخْرَجَه مُسْلِمٌ

৩৩. হজরত আমর বিন আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও (ইহুদি-নাসারা তথা) আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহরি গ্রহণ করা। (অর্থাৎ আমরা সাহরি গ্রহণ করি, তারা করে না) । [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৬]

٣٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ». أَخْرَجَهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوسط.

৩৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাহরি গ্রহণকারীদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং তার ফিরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া করে।

٣٥. عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّحُوْرُ أَكْلُه بَرَكَةً، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحْرِينَ، أَخْرَجَهِ أَحْمَدُ.

৩৫.হজরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাহরি খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা ছেড়ে দিয়ো না; যদিও এক ঢোক পানি দিয়ে হোক না কেন। কারণ যারা সাহরি গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফিরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া করে।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১১০৮৬]

٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمِرُنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُوْرَنَا، وَأَنْ نَطَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنا في الصَّلاةِ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَط.

৩৬. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল নবীকে (সময় হয়ে গেলে দেরি না করে) দ্রুত ইফতার করতে আদেশ করা হয়েছে এবং সাহরি বিলম্বে খেতে বলা হয়েছে। আর নামাজে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ১৮৮৪]

٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ القمرُه أَخْرَجَم أب واود.

৩৭.হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খেজুর মুমিনের জন্য কতই না উত্তম সাহরি । [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৪৫]

٣٨. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذا أَقْبَلَ اللَّيْل وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ مُتَّفَق عليهِ

৩৮. হজরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রজনী আগমন করে, দিবস বিদায় নেয় এবং সূর্য অস্তমিত হয়, তখন (যেন) রোজাদার ইফতার করে নেয়।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৫৪ সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১০০]

٣٩ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى. .
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯. হজরত সাহল বিন সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যতদিন মানুষ (সূর্যাস্তের পর সঙ্গে সঙ্গে) দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন কল্যাণের পথে থাকবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৫৭ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৮]

٤٠. أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ..
وَسَلَّمَ: « لا يزال الدين ظَاهِرًا مَّا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَةِ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنصارى
يُؤَخِّرُوْنَ، أَخْرَجَهِ أَبُو دَاوُدَ.

৪০. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ (সময়মতো) দ্রুত ইফতার করবে। কেননা, ইহুদি-নাসারারা ইফতারে (অহেতুক) বিলম্ব করে থাকে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৩]

٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ
اللهُ تَعَالَى : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى أَعْجَلُهُمْ فِطَرًا، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِي.

৪১. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার প্রিয়তম বান্দা হলো যে দ্রুত ইফতার করে। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৭০০]

٤٢. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلى تَمْرٍ، فَإِنَّه بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلى مَاءٍ فَإِنَّه طَهُورُ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ.

৪২. হজরত সালমান বিন আমির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ইফতার করলে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা, খেজুরে বরকত আছে। আর খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হলো পবিত্রকারী। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৬৯৫]

٤٣. عَنْ مُعَاذ بن زُهْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أَفْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلى رِزْقِكَ أنطَرْتُ أَخْرَجَه أَبو دَاود.

৪৩.হজরত মুআয বিন যুহরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করতেন—

اللهم لك صُمْتُ، وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُه

হে আল্লাহ, আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই আমি রোজা রেখেছি এবং আপনার (দেওয়া) রিজিক দ্বারাই আমি ইফতার করেছি।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৮]

٤٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ».

أَخْرَجَه أَبُو دَاود.

৪৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করতেন—

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

পিপাসা দূর হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো আজর নিশ্চিত হয়েছে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫৭]

٤٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ ... وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ

عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَل طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

أَخْرَجَهِ ابْنُ مَاجَهْ.

৪৫. হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) সাদ বিন মুআযের (বাড়িতে) ইফতার করলেন। তখন তিনি বললেন-

أفطرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ

الملائكة

রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুন, নেককারগণ তোমাদের আহার গ্রহণ করুন, আর ফিরেশতাগণ তোমাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করুন। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৪৭]

٤٦. عَن زيد بن خَالِدٍ الجَهَنيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَه مِثْلُ أَجْرِه غَيْرَ أَنَّه لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ

الصائم شَيْئًا» أَخْرَجَهِ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৪৬. হজরত যায়দ বিন খালিদ জুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে ওই রোজাদারের সমান আজর লাভ করবে। তবে (এর কারণে) রোজাদারের আজর বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৮০৭, সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৪৬]

٤٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِها أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

৪৭. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রমজানের) শেষ দশকে যে পরিমাণ মুজাহাদা করতেন, অন্য কখনো তা করতেন না । [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৭৫]

٤٨.عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ اللبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعتكف عِشْرِينَ يَوْمًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

৪৮. হজরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমজানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইনতেকাল করেন, সে বছর বিশদিন ইতেকাফ করেন।

٤٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الحسناتِ كُلْهَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ

৪৯. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, ইতেকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে আর সে (আমল না করেও) ওই সব নেক আমলের সাওয়াব লাভ করে, যা বাইরে অবস্থানকারীগণ (বাইরের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে) লাভ করে থাকে।

[সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৭৮১]

٥٠. ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ كُل خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي

شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৫০. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। প্রতি খন্দকের দূরত্ব আসমান- জমিনের মাঝের দূরত্বের চেয়েও বেশি।

[আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৭৩২৬ ও শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৬৭৯]

٥١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبَرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «خَرَجْتُ الأخيركُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحى فلان وفلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ، أَخْرَجِهِ الْبُخَارِيُّ.

৫১. হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ আমাদের জানানোর জন্য বের হলেন। এ সময় দুজন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ তোমাদের জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক ও অমুক ঝগড়া করছিল বিধায় তার নির্দিষ্ট তারিখ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো (এ উঠিয়ে নেওয়ার মধ্যেই) তোমাদের কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রজনীতে শবে কদর অন্বেষণ করো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং 2020]

٥٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، أَخْرَجَه البخاري.

৫২. হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রজনীগুলোতে শবে কদর তালাশ করো।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০১৭]

٥٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي ليلة ليلة القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قولي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَلى أَخْرَجَهِ الأَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৩. হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোনো রাতটি লাইলাতুল কদর আমি যদি তা বুঝতে পারি তাহলে সে রাতে আমি কী দোয়া করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই দোয়া করবে_

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল–মহান। আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন ।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫১৩ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ৩৮50]

٥٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ المَلائِكَةِ يُصَلُّونَ على كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهى بِهِمْ مَلائِكَتَه، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَفي عَمَله؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُه أَنْ يُوَفَّى أَجْرَه، قَالَ: مَلَائِكَتِي عَبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُّوْنَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكانِي لَأُجِيْبَنَّهُمْ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوْا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُورًا لَهُمْ، أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৫৪. হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শবে কদরে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফিরেশতাদের একটি জামাতসহ অবতরণ করেন এবং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকে, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। এরপর ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ তাআলা ফিরেশতাদের সামনে আপন বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, হে ফিরেশতারা! যে মজদুর আপন দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছে, তার বিনিময় কী থেকে পারে? ফিরেশতাগণ আরজ করে, হে আমাদের রব! তাকে তো বিনিময় হিসেবে তার পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে ফিরেশতারা! আমার বান্দা বান্দিগণ তাদের ওপর আরোপিত আমার ফরজ বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করেছে, এরপর এখন উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করতে

করতে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছে। আমার মহত্ব ও প্রতাপের কসম, আমার দয়া ও মহত্বের কসম, আমার অত্যুচ্চ মর্যাদার কসম, আমি অবশ্যই তাদের দোয়া কবুল করব। এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকি দ্বারা বদলে দিলাম। তখন তারা (ঈদগাহ থেকে) ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় ফিরে আসে।

[শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৪৪৪]

٥٥. ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفْثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَداهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةً مَقْبُولَةُ، وَمَنْ أَداهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. أَخْرَجَهِ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهْ.

৫৫. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারের অনর্থক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের কাফফারা হিসেবে এবং দরিদ্রদের খাবার হিসেবে সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে তা আদায় করে, তা গ্রহণযোগ্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়ে। আর যে সালাতের পর আদায় করবে, তা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হয় ।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬০৯ ও সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ১৮২৭]

সূত্র:আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাদান বই,পৃ.১১৯-১৪১

রমজান মাস কুরআনের মাস

রমজান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় কুরআন তিলাওয়াত বেশি করব। মাহে রমজানের সঙ্গে তো কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রমজান মাসকেই আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ

রমজান মাস—যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।

[সুরা বাকারা: ১৮৫]

হাদিস শরিফে এসেছে, আল্লাহর নবী রমজান মাসে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে কুরআন দাওর করতেন। (১৩) কী চমৎকার দৃশ্য! কল্পনাতেও দেহ-মন শিহরিত হয়ে ওঠে! একবার হজরত জিবরাইল তিলাওয়াত করছেন, নবীজি শুনছেন; আবার নবীজি তিলাওয়াত করছেন, জিবরাইল শুনছেন ।

মাহে রমজানের সঙ্গে যেহেতু কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক আছে, তাই রমজানে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি তিলাওয়াত করব। তিলাওয়াত তো প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিনই করা উচিত। অল্প হোক বা বেশি, প্রতিদিনই কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর কুরআনের হক ও দাবি। আর বিশেষ করে রমজান মাসে তো তিলাওয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।

আমাদের আকাবিরে দ্বীন মাহে রমজানে তিলাওয়াতের অত্যন্ত ইহতেমাম করতেন। আমরা যার তাকলিদ করি এবং যার ফিকহি বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান সুস্পষ্ট, নিখুঁত ও সুচারুরূপে জানতে পারি,

সেই ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর আদত ও অভ্যাস ছিল রমজানে তিনি একষট্টিবার কুরআন খতম করতেন! প্রতি রোজ দিনে এক খতম, রাতে এক খতম, আর তারাবিতে পুরো রমজানে এক খতম । ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. হয়তো দূর-অতীতের মনীষী; কিন্তু আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. তো নিকট-অতীতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। দেড়-দুইশ বছর পূর্বে গত হয়েছেন। ১২৫২ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল। তার সংকলিত ফিকহগ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে শামি' পড়ে আলিমগণ মুফতি হন, ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি রমজান মাসে প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন।

আর আকাবিরে উম্মাহর মাঝে এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা তো অগণিত যারা দৈনিক দশ পারা করে তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। তেমনই পুরো কুরআনে আমরা যে সাতটি মনজিল দেখি, দৈনিক এক মনজিল করে তিলাওয়াত করে প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতমকারীদের সংখ্যাও অনেক।

কুরআন তিলাওয়াত এত ফজিলতপূর্ণ আমল যে, এর প্রতিটি হরফের পরিবর্তে আছে দশটি করে নেকি! (১৪) আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেউ যদি আলিফ-লাম-মীম পড়ে, তাহলে সে ত্রিশটি নেকি লাভ করবে। কেননা, আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।'(১৫) আজকাল টাকা-পয়সার কদর করা হয়; নেকির কদর করা হয় না। তিন হরফের বিনিময়ে ত্রিশ নেকির ঘোষণা আমাদের হৃদয়ে কোনো স্পন্দন সৃষ্টি করে না; অথচ ত্রিশ টাকার ঘোষণা আমাদের আন্দোলিত করে। আমাদের সবার জীবনে এমন একদিন আসবে, যেদিন টাকা-পয়সা কিছুই থাকবে না, সেদিন একমাত্র নেকিই কাজে লাগবে । মাত্র একটি নেকির অভাবে কাউকে জাহান্নামে যেতে হবে। একটি নেকির জন্য হয়রান ও পেরেশান হয়ে সে ছোটাছুটি করবে প্রিয়জন- আপনজন ও আত্মীয়স্বজনের কাছে। মাত্র একটি নেকি, তাহলেই জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্তি।

কিন্তু...!

সুতরাং কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের এই ফজিলতপূর্ণ আমল আমরা রমজানে অধিক পরিমাণে করতে সচেষ্ট হব। আর যাদের কুরআন পাঠ শুদ্ধ নয়, তাদের কর্তব্য রমজানে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী কারও কাছে মশক করে কুরআন শুদ্ধ করে নেওয়া। কুরআন শুদ্ধ করা কঠিন কোনো কাজ নয়। উনত্রিশটি হরফের সঠিক উচ্চারণ মশক করে শিখে নিই: তিলাওয়াত অনেকটা শুদ্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ ।

সূত্র:আল্লাহুমা বাল্লিগনা রমাদান, বই

মহিমান্বিত রজনী

লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শবে কদরের অনেক মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে। এই মহিমান্বিত রজনী এতোটাই ফযীলত পূর্ণ যে, এই রজনীর মহিমা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ তা'আলা কদর নামে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন।

.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ্'র নামে শুরু করছি

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি লাইলাতুল কদরে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

আর লাইলাতুল কদর সমন্ধে তুমি কি জানো?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

সেই রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

শান্তিই শান্তি, সেই রজনী যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

[সূরা কদর: ৯৭, আয়াত: (১ - ৫)]

.

লাইলাতুল কদর হলো ভাগ্য রজনী। রমদান মাসের লাইলাতুল কদরে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আর এই রাতেই সব প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির হয়।

.

রমদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।

(সূরা বাকারা: ২, আয়াত: ১৮৫)

.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

[সূরা আদ দোখান: ৪৪, আয়াত: (৩ - ৪)]

.

অনেকে মনে করেন লাইলাতুল কদর প্রত্যেক বার রমদানের ২৭ তম রাতে হয়। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত আছে রমদানের শেষ দশদিনের যে কোন রাতে লাইলাতুল কদর হতে পারে।

.

লাইলাতুল কদর সমন্ধে হাদীস:

☆ লাইলাতুল কদরের রাতটি অবশ্যই রমদান মাসে হবে।

.

☆ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘‘রমদানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর।’’

(বুখারী, হাদীস নং: ২০২০; মুসলিম, হাদীস নং: ১১৬৯)

.

☆ লাইলাতুল কদর রমদানের বিজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

‘‘তোমরা রমদানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় রাত গুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।’’

(বুখারী, হাদীস নং: ২০১৭)

.

☆ শবে কদর রমদানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

‘‘যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমদানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।’’

(বুখারী : ২০১৫; মুসলিম : ১১৬৫)

.

☆ রমদানের ২৭ শে রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন যে,

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে রজনীকে কদরের রাত হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল রমদানের ২৭ তম রাত। (মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬২)

.

তাই শুধু রমদানের ২৭ তম রাতকে লাইলাতুল কদর হিসাবে মনে করা উচিত নয়। বরং রমদানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করা উচিত অর্থাৎ রমদানের শেষ দশ রাত আল্লাহ্'র ইবাদত করতে হবে।

.

লাইলাতুল কদর চেনার জন্য কিছু আলামত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

১. রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না।

২. নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না।

৩. মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

৪. সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে।

৫. কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন।

৬. ঐ রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে।

৭. সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস নং: ২১৯০; বুখারী, হাদীস নং: ২০২১; মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬২)

.

লাইলাতুল কদরের ফযীলত:

☆ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এই হাদিসের সনদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় রমদান মাসের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি " লায়লাতুল কদরে " ঈমানের সাথে এবং আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমুদয় (সগীরা) গুনাহ মাফ হবে।

(সহিহ আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৩৭২)

.

☆ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“হে মানবজাতি তোমাদের মাঝে পবিত্র রমদান মাস সমাগত এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই মাসে রোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন আর এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া হয় আর এই মাসেই আছে কদরের রাত যেটি হাজার মাস থেকে উত্তম এবং যে ব্যক্তি এই মাসের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হলো সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই বঞ্চিত, দুর্ভাগা।” (মুসনাদ-ই আহমদ, পৃষ্ঠা-২৩০, হাদীস নং: ৭১৪৮ এবং সুনানে নাসাঈ, অধ্যায়-৫, রোযা-৫, রোযা, হাদীস নং: ২১০৬)

.

☆ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘’নিশ্চয়ই কদর রজনীতে মালাইকাদের সংখ্যা পৃথিবীর সমুদয় কংকরের চাইতেও বেশি হয়’’।

(আহমাদ, হাদীস নং: ১০৭৩৪; সাহীহাহ, হাদীস নং:২২০৫)

.

☆ আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমদান মাসের শেষ দশকে এতো বেশি সাধনা করতেন যে, অন্য সময়ে তা করতেন না।

(মুসলিম, হাদীস নং: ২০০৯; তিরমিযি, হাদীস নং: ৭৯৬; ইবন মাযাহ, হাদীস নং: ১৭৬৭; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ২০৮৯)

.

☆ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে নফল সালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে আল্লাহ্ তার ইতঃপূর্বের সকল সগীরা (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী, হাদীস নং: ১৯০১; মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬০)

.

☆ আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমাদানের শেষ দশক আসতো, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদতের জন্য কোমর কোষে বাঁধতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন)। নিজে রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন।

(বুখারী, হাদীস নং: ২০২৪; মুসলিম, হাদীস নং: ২০০৭; আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৩৭৬; ইবন মাযাহ, হাদীস নং: ১৭৬৮; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং: ২০৯০)

.

লাইলাতুল কদরের উদ্দেশ্যে আমরা রমদানের শেষ দশ রাতে, সাওয়াব লাভের আশায় আল্লাহ্'র ইবাদত করবো এবং আল্লাহ্'র কাছে পবিত্র চিত্তে ইস্তিগফার করবো।

.

☆ লাইলাতুল কদরের দু'আ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্'র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বলুন,

যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) লাইলাতুল কদর লাভ করি, তাহলে আমার কোন (দোয়া) পাঠ করতে হবে?

উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘‘তুমি বলো,

اَللهم إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নী।”

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাসো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযি, হাদীস নং: ৩৫১৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং: ৩৮৫০)

.

লাইলাতুল কদর এমন একটি পবিত্র রাত যে, এই রাত্রিতে আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাকে, আল্লাহ্ তার রহমতের চাদরে জড়িয়ে নেন।

.

আমরা আল্লাহ্'র নিকট এই মহিমান্বিত রজনীতে ও সবসময় বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং এই আশা রাখব যে,

আমার আল্লাহ্ ক্ষমা ভালোবাসেন নিশ্চয় তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

লেখা: #Sheikh_Gulsan_ara_Mohit

মাহে রমযানের পর সওম ও রমযানের শিক্ষা অক্ষয় হোক আমাদের জীবনে

মাহে রমযান আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিআমত ছিল। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। সওম ও তারাবীর বিশেষ বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য অর্জনের উপায় নির্দেশ করেছেন। তাকওয়ার শিক্ষার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়ার পথনির্দেশ দান করেছেন। আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, এইসকল বিষয়ের সমন্বয়ে মাহে রমযান সত্যি সত্যি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি ছিল। এই মাস আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। মানুষের জানা নেই, আগামী রমযান পর্যন্ত কারা কারা বেঁচে থাকবেন। কাজেই এই নিআমতের শোকরগোযারির পাশাপাশি এর প্রভাব কীভাবে আমাদের কর্ম ও জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে- এই চিন্তা করাটা আমাদের কর্তব্য।

মাহে রমযানের শিক্ষা যদি আমরা বছরব্যাপী অনুসরণ করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সবদিক থেকে সুন্দর হতে পারে। ইবাদত-বন্দেগীর দিক থেকেই ধরা যাক। মাহে রমযানে পূর্ণ মাস সিয়াম পালনের বিধান ছিল। ফরয হওয়ার কারণে সর্বস্তরের মুসলিমেরা তা পালন করেছেন। এ থেকে বোঝা গেছে, সওম পালনের সামর্থ্য আমাদের রয়েছে। ইচ্ছে করলে আমরা তা পালন করতে পারি। কাজেই রমযানের পরও কিছু কিছু নফল সওম পালনের চেষ্টা যদি আমরা করি, তাহলে আশা করা যায়, সেটাও আমাদের জন্য সম্ভব হবে। এভাবে সওমের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সুফল আমরা বছরব্যাপী লাভ করতে পারব।

মাহে রমযানের রাতে আমরা দীর্ঘ সময় তারাবীর নামায পড়েছি। সাহরীর জন্য শেষ রাতে উঠেছি। এই ধারাটা রমযানের পরও সে সময়ের মতো করে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা যায়। রমযানের পরে তারাবী নেই, কিন্তু তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল আছে। কাজেই সন্ধ্যায়, রাতে, শেষরাতে কিছু সালাত

আদায়ের মাধ্যমে আমরা কিয়ামুল লাইলের সুফল ও সৌভাগ্য বছরব্যাপী অর্জন করতে পারি।

মাহে রমযানে বিশেষভাবে ছিল দুআ, ইস্তিগফার ও কুরআন তিলাওয়াতের আমল। এই বরকতময় আমলগুলো তো সারা বছরই উন্মুক্ত। যে যত বেশি অর্জন করতে চায় অর্জন করতে পারে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও মাসনূন দুআ-যিকিরের আমলের মাধ্যমে আমরা সারা বছর আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করতে পারি। মাহে রমযানে আমাদের মধ্যে আমলের যে ধারা তৈরি হয়েছিল সে ধারাটি যেন বন্ধ না হয়। কিছু কিছু হলেও চলমান থাকে- এ চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

এ তো গেল ইবাদতের কিছু দিক। আরো কিছু ইবাদতও এ মাসে ছিল যেমন, ই'তিকাফ, দান-সদকা ইত্যাদি। এককথায় ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অগ্রসরতার যে অনুশীলন এ মাসে হয়েছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে বছরের অবশিষ্ট সময়টুকুতেও আমরা এক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

মাহে রমযানে সওমের বিধানের মধ্যে বিশেষভাবে আছে স্বভাব-চরিত্র ও আদব-আখলাক সংশোধনের শিক্ষা। অত্যন্ত তাকীদের সাথে রোযাদারের জন্য মিথ্যাচার, হৈচৈ ও গর্হিত কর্মকাণ্ড বর্জনের নির্দেশনা হাদীস শরীফে এসেছে। গীবত-শেকায়েত, কটূক্তি-কটাক্ষ, ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। পানাহারে হালাল-হারামের কথা তো বলাই বাহুল্য। এভাবে কর্ম ও আচরণের শুদ্ধির যে বার্তা সওমের বিধানে ছিল এবং যার অনুসরণের কিছু না কিছু চেষ্টা মাহে রমযানে করা হয়েছে, আমাদের কর্তব্য, বছরের অবশিষ্ট সময়েও সে শিক্ষার অনুসরণ করা। আমরা যদি আমাদের সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে সংযম অবলম্বনে অভ্যস্ত হই, অন্তত সংযমের অনুশীলন

অব্যাহত রাখতে পারি, তাহলে তা আমাদের জন্য একটি ইতিবাচক ব্যাপার হতে পারে।

ইসলামী শরীয়তে ইবাদতের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে আল্লাহ তাআলার হক আদায়ের পাশাপাশি উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষা খুব গভীরভাবে দেয়া আছে। কুরআন-সুন্নাহ মনোযোগের সাথে পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, ইবাদত-বন্দেগীর বিধানের মধ্যে সভ্য-শালীন ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রসঙ্গ কত গভীর। কুরআন মাজীদের পাঠক জানেন, কুরআন মাজীদে যেমন সালাতের বিধান আছে, তেমনি আছে মুসল্লীর ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির বর্ণনা। ঈমানের বিধান যেমন আছে, তেমনি আছে মুমিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ। হাদীস শরীফে সওমের বিধি-বিধানের পাশাপাশি আছে সায়েমের আচার-আচরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। এভাবে চিন্তা করলে কুরআন-সুন্নাহর নুসূস থেকেই ইবাদতকারীর ব্যক্তিত্বের রূপরেখা পেয়ে যাওয়া সম্ভব। ইবাদত-বন্দেগী আমাদের জীবনকে অনেক গভীর থেকে শুদ্ধ করে ও গঠন করে।

এজন্য ইসলামের মৌলিক ইবাদত- সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইবাদতের শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তার আলোকে কর্ম ও জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।

আমরা আমাদের কর্ম ও প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের চারপাশের জগৎকে গড়ে তুলি; মনোরম দালান-কোঠা, সুপ্রসস্ত সড়ক-মহাসড়ক, উন্নত শহর-নগর মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে, কিন্তু নিজ স্বভাব-চরিত্র, কর্ম-আচরণ গঠনে সেই নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রম ব্যয় না করার ফলে আমাদের চিন্তা-ভাবনায়, কর্মে-

আচরণে অনেক অন্ধকার বিরাজ করে। সেই অন্ধকার দূর করে জীবনকে আলোকিত করার জন্যই দ্বীন-শরীয়ত, ইবাদত-বন্দেগী।

মাহে রমযান আমাদের মাঝে নিজেকে গড়ার বার্তা ও বিধান নিয়েই আগমন করেছিল। জীবনব্যাপী চেষ্টা-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যা আমাদের জীবনে সত্যে পরিণত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন।